যোগ দর্শনে ঈশ্বরের প্রমাণ

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন ছাড়া কেবলমাত্র যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। 'যোগসূত্র' প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি আলাদা করে ঈশ্বরের কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। ঈশ্বর প্রণিধান প্রসঙ্গেই তিনি ঈশ্বরের লক্ষণ বা পরিচয় দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন, "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্" অর্থাৎ ঈশ্বরেই সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। যোগদর্শন অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে—

১. যে জিনিসের মাত্রাভেদ আছে তার একটি উচ্চতম বা চরমতম এবং নিম্নতম বা ন্যূনতম মাত্রা অবশ্যই থাকবে। উচ্চতম মাত্রাকে বলা হয় কাষ্ঠা। জ্ঞান ও শক্তির মাত্রাভেদ আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় কোন জীবের জ্ঞান ও শক্তি বেশী আবার কোন জীবের কম। সুতরাং জ্ঞান ও শক্তির একটি কাষ্ঠা বা সীমা স্বীকার করতে হয়, যিনি পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির অধিকারী এক সর্বজ্ঞ বীজ স্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

২. বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, চরম সত্তা, ও জগৎকর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, সুতরাং এই সব শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তবে ব্যাসদেব বলেন, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারলেও ঈশ্বর বেদের পূর্ববর্তী,

৩. সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র। সাংখ্য দর্শন

নিরীশ্বরবাদী হলেও যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধধর্মী। পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধধর্মী হওয়ায় তাদের সংযোগ বা সন্নিকর্ষ হতে পারে না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বিরুদ্ধধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ কে ঘটায়? এরউত্তরে যোগদর্শন বলে, কোন একজন সচেতন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পুরুষের পক্ষেই বিরুদ্ধধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ঘটানো সম্ভব। আর এই সচেতন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পুরুষই হলেন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল

(৪) জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। কিন্তু জীব সীমিত বলে তার নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে কোন সম্যক জ্ঞান থাকে না। কাজেই অদৃষ্ট নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এজন্য একজন সচেতন, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন যিনি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সেই পুরুষই হলেন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন তার দ্বারা একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তার লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হন। ঈশ্বর নামক এই সত্তার প্রতি মানুষের এই বিশ্বাস তাকে অপূর্ণ সত্তা থেকে পূর্ণ সত্তার দিকে নিয়ে যায়। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যোগদর্শনের এই ~~প্রমাণগুলি~~ যুক্তিগুলির মূল্য অস্বীকার্য নয়।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner